লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর'৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়া ও সাক্ষ্য আইন

মোঃ হাসিবুর রহমান*

১.০ ভূমিকা

১.১ মানুষের জীবনে বৈষয়িক কাজকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য সুখী হওয়া। সুখ শুধু বর্তমান অবস্থাতেই রাখা নয়, উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায় থেকে আরো উপরের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। মানুষের ইচ্ছে ছিল বলেই প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসী প্রস্তরযুগ থেকে আজকের দালানকোঠা, গাড়ী, বাড়ীসহ সুপার ইলেক্ট্রনিক যুগে আসতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু যুক্তিবাদী মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রাণী গায়ের জোরে চলত। দুর্ধর্ষ প্রাণীকূল ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা প্রাচীন কালের মত অন্যের অধীন হয়েই আছে।

১.২ যুক্তিবাদী মানুষ তার জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে পেরেছে অন্য মানুষই তার উন্নয়ন ও সুখের পথের বাধা। "First deserve then desire" কিন্তু উপযুক্ত না হয়েই মানুষ অনেক সময় অনেক কিছুর জন্য ইচ্ছে করে থাকে। সে কারণে জন্ম নেয় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি ও এমনি আরো বহুবিধ অপরাধ। মানুষকে যদি সম্পূর্ণ স্বৈরাচারের পথে ছেড়ে দেয়া হয়, তা হলে প্রাচীন কালের ডাইনোসর ও অন্যান্য প্রাণীর মতই তারা পরস্পরের সঙ্গে হিংস্র প্রতিযোগিতা করে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যাবে। তাই ফরাসি চিন্তাবিদ রুশো বলেছেন "Man is born free but every where he is in chain".

২.০ দন্ড প্রদানের উৎপত্তি

২.১ মানুষকে প্রতি পদক্ষেপে বাধার সম্মুখীন হতে হয় বিভিন্ন বিধির। বে-আইনী পদক্ষেপ সংশোধনের জন্য মানুষ তৈরী করেছে দণ্ডদানের জন্য বিধি। এটাই দণ্ড বিধি। দণ্ডের উদ্দেশ্য সমাজের বেশীর ভাগ লোকের সুখ ও সমৃদ্ধি। দণ্ডের মাধ্যমে একজনকে সাজা দিয়ে অন্য জনকে শেখাতে হবে, প্রতিহিংসার চিত্ত ঠাণ্ডা করতে হবে, মানুষকে সংশোধন শেখাতে হবে, যে একবার দণ্ডবিধি বিরোধী কাজ করেছে সে যেন আর তা অন্যের উপর করতে না পারে, সেটাই মূল উদ্দেশ্য।

২.২ ব্রিটিশ যুগ শুরু হবার আগে রাজা বা সম্রাটগণ ধর্মগুরুর আইনমত সাজা দিতেন। কুরান, হাদিস, বেদ, বাইবেল, গীতা, ত্রিপিটক, জেন্দাবেসা, গ্রন্থসাহেব,

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

মনুসংহিতা, জাগ্যবন্ধ (স্মৃতি বা বেদের ব্যাখ্যা) ইত্যাদিতেও অপরাধের জন্য শাস্তির বিধিবিধান ছিল। ফলে ঋষিগণ ঈশ্বরের বাক্য শুনতেন ও শুনে বিধিবিধান দিতেন বলে হিন্দু ধর্মের লোক বিশ্বাস করতো।

১৮৫৮ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার নিয়ে এই উপ-মহাদেশে (বাংলা, পাক, ভারত) ভাইসরয়ের শাসন কায়েম করে। লর্ড মেক্‌লে, জর্জ স্টিফেনের মত কতিপয় সাহিত্যিক সুশৃংখল ও বিধিবদ্ধভাবে শাস্তি প্রদানের জন্য (১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরে) কতিপয় আইন প্রণয়ন করে।

৩.০ ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়া

৩.১ লর্ড মেক্‌লে ১৮৬০ সালে প্রণয়ন করেন দণ্ডবিধি –অর্থাৎ দণ্ড বা শাস্তি–প্রদানের জন্য বিধি। শাস্তি কী পদ্ধতিতে প্রদান করতে হবে, তার জন্য বিভিন্ন আইনের সমন্বয়ে তৈরী হয় ১৮৯৮ সালের পঞ্চম আইন ফৌজদারী কার্যধারা বা 'Cr. PC' ফৌজদারী কার্যধারাই বলে দেবে শাস্তি প্রদানের জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করতে হবে। অপরাধী Benefit of doubt এ মুক্তি পেয়ে গেলে আইনের আফসোস নেই, কিন্তু নিরাপরাধ যেন শাস্তি না পায়, সে জন্যই অপরাধ প্রমাণের জন্য জর্জ ষ্টিফেন ১৮৭২ সালে প্রণয়ন করেন সাক্ষ্য আইন। সাক্ষ্য আইনের বিভিন্ন ধারা সঠিক তথ্য উদঘাটনে সহায়তা করে থাকে।

৩.২ ফৌজদারী কার্যবিধিতে শুধু শাস্তি প্রদানের পদ্ধতির কথাই লেখা নেই, এখানে অনেক মূল আইনও রয়েছে। মুল আইনগুলি হচ্ছে ঃ (১) চতুর্থ–অধ্যায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, ও গ্রেপ্তারকারী ব্যক্তিগণকে উক্ত জনসাধারণের সাহায্য ও তথ্য প্রদান (২) অষ্টম অধ্যায়ে জনসাধারণের অপরাধ প্রতিরোধ (৩) ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুলিশের প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা (৪) ষষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে স্ত্রী–পুত্রের ভরণ-পোষণ (৫) সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে হ্যাবিয়াস কর্পাস জাতীয় নির্দেশ (৬) অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে পাবলিক প্রসিকিউটর (৭) উনচত্বারিংশ অধ্যায়ে জামিন (৮) চত্বারিংশ অধ্যায়ে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের জন্য কমিশন (৯) একচত্বারিংশ অধ্যায়ে সাক্ষ্য সম্পর্কে বিশেষ নিয়ম (১০) দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়ে মুচলেকা সংক্রান্ত বিধান (১১) ত্রয়োচত্বারিংশ অধ্যায়ে সম্পত্তি বিধি ব্যবস্থা।

৪.০ সাক্ষীর ভূমিকা

৪.১ বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দালিলিক সাক্ষ্য ব্যতীত যখন কোন মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তখন জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্য সম্পর্কে অতীব সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত। অনেক সময় সাক্ষী স্বেচ্ছায় আদালতে উপস্থিত না হলে বা উপস্থিতির জন্য ওয়ারেন্ট সময়মত হাতে না পেলে তাকে গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয় (যদিও হাতকড়া পরানো হয় না, কেবল সাক্ষ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত আট্‌কে রাখা হয়)।

ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত, সুশীল, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে কিন্তু সে যদি ঘটনা দেখার মত হলে না দেখে থাকে, শুনার মত হলে না শুনে থাকে, অনুভব করার মত হলে অনুভবও না করে থাকে তখন তাকে সাক্ষী হিসেবে আদালত কর্তৃক গ্রহণ করা ঠিক নয়।

৪.২ যে লোক কেবল কাউকে লোকশ্রুতিতেই নয়, নিজে অনেক তথ্য জানে তাকেই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। (১) জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নয়; যেমন একজন শুধু আর একজনকে কাঁদতে দেখেছে, কোন্ ঘটনার জন্য কাঁদছে সে ঘটনা সে দেখে নাই, (রুদালী সম্প্রদায়ের মত সে একজন ভাড়াটে ক্রন্দসীও হতে পারে) (২) সাক্ষ্য আইনে জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্যকে প্রাসংগিক সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না (৩) এ সাক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত না হলে গ্রহণযোগ্য নয় (৪) তা স্বার্থমূলক বর্ণনাও হতে পারে (৫) তা উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য মতবাদের পরিপন্থী (৬) সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারা বিধান সাপেক্ষে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হলে আদালতে তা গ্রহণযোগ্য নয় (৭) শোনা কথার ক্ষেত্রে মূল ঘোষণাকারীকে শপথ পড়ানোর বিধান নেই (৮) মূল ঘোষণাকারীকে আদালতে হাজির করিয়ে জেরা করাও সম্ভব নয়। (৯) শুনা কথা একজন হতে অন্য জনে যায়; তা ই তা বৈধ অনুসন্ধানের ফল নয়। তা দুর্বল সাক্ষ্য হিসেবে অগ্রাহ্য। (১০) মূল ঘোষণাকারীর অভাবে এখানে তৃতীয়পক্ষ প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের করা দোষ নিরীহ অন্য কোন লোকের উপর ফেলতে পারে, যার উপর কোন কারণে তার ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে। বিবাহ–শাদী, জমিজমা, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদি (১১) এটা যথাযথ সাক্ষ্য নয়। Truth depriciate in the process of repealation (১৩) এটাকে সাক্ষ্যদাতা দায়িত্ব অনুভব করে না।

৪.৩ মৌখিক সাক্ষ্যের মূল্য অনেক। মৌখিক সাক্ষ্য সত্য হওয়ার কারণে সাক্ষীর যদি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা জেল খাটারও ভয় থাকে, তবু আইনে তাকে এধরনের সাজা থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে, সত্য ঘটনা কি তা আদালতকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য।

৫.০ সাক্ষ্য আইনে ধারা

সাক্ষ্য আইনের ধারা আছে মোট ১৬৭টি। এর মধ্যে জুরী বা Assessor সম্পর্কিত ধারা বর্তমানে স্থগিত এবং ২, ৮১ ও ১১৩ এই ধারা তিনটি বর্তমানে বাতিল। ফৌজদারী কার্যবিধিতে মোট ধারা আছে ৫৬৫টি, তাদের মধ্যে বর্তমানে বলবৎ ধারা আছে সর্বমোট ৪৭৭টি এবং বাংলাদেশে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এটা সংশোধিত হয়েছে। ৪৭৭টি ধারায় প্রয়োজনীয় সবকিছুর বিধান করা সম্ভব হয়নি বলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৫৪ ধারায় হাইকোর্টকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় সবকিছুর বিধান করার। ঐ ক্ষমতা বলে "জেনারেল রুলস্ এন্ড সার্কুলার অর্ডার্স অফ দি হাই কোর্ট রুল

(ক্রিমিনাল) ১৯৯০" জারী করা হয়েছে। ৪৯৮ ধারায় হাইকোর্টকে জামিনের জন্য অসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৬.০ ফৌজদারী মামলা দায়েরের স্থান ও বিচারের ধারাবাহিক ধাপ

৬.১ থানায় অথবা ফৌজদারী আমল আদালতে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। আমলযোগ্য অপরাধের (Cognizable Offence) ক্ষেত্রে সরাসরি থানায় এজাহারের মাধ্যমে মামলা দায়ের করা যায়। এজাহারকে ইংরেজীতে First Information Report বা সংক্ষেপে F.I.R বলে। এজাহারে ঘটনার তারিখ, সময়, ঘটনাস্থলসহ ঘটনার বিবরণ থাকা বাঞ্ছনীয়। এজাহার লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রে এজাহারকারীকে পড়ে শুনানোর পরে তার স্বাক্ষর নিতে হবে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ ধারা অনুযায়ী থানায় এজাহার লিপিবদ্ধ করা হয়। এজাহার মোট চার কপি করা হয়। মূল কপিটি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করা হয়। একটি কপি থানায় রাখা হয়। একটি কপি পুলিশ সার্কেল অফিস ও অন্যটি পুলিশ সুপারের অফিসে প্রেরণ করা হয়। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ থেকে ১৭৩ ধারাসমূহের বিধান অনুযায়ী পুলিশ থানায় দায়েরকৃত কেসসমূহের তদন্ত কাজ সমাপ্ত করে। আমল অযোগ্য মামলায় (Non Cognizable Offence) কোর্টের অনুমতি ছাড়া পুলিশ তদন্ত করতে পারে না। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষীদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ, আসামীদের গ্রেফতারের প্রচেষ্টাসহ আনুষঙ্গিক কাজ শেষ করে কোর্টে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারায় রিপোর্ট দাখিল করে। এই রিপোর্ট অভিযোগ পত্র (Charge Sheet) বা চূড়ান্ত রিপোর্ট (Final Report) হতে পারে।

৬.২ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্টেট আমল–আদালতে আমলযোগ্য অথবা আমল অযোগ্য মামলা দায়ের করা যায়। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্টেট বাদীর নিকট থেকে নালিশ (আরজি) প্রাপ্তির পর ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ থেকে ২০৪ ধারায় বর্ণিত বিধানসমূহ অনুসরণ করে সন্তুষ্টি সাপেক্ষে Cognizance গ্রহণ করে আসামীদের উপর প্রসেস (সমন অথবা ওয়ারেন্ট)· ইস্যুর নির্দেশ দেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ২০২ ধারা অনুসারে তদন্তের ফলাফলে ম্যাজিষ্টেট যদি মনে করেন কার্যক্রম গ্রহণের পর্যাপ্ত হেতু নাই, সেক্ষেত্রে আমল আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৩ ধারায় নালিশ খারিজ (Dismis) করতে পারেন।

থানায় দায়েরকৃত মামলাকে পুলিশী মামলা এবং কোর্টে দায়েরকৃত মামলাকে নালিশী মামলা বলে। পুলিশী মামলায় পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পর সমস্ত আসামী হাজির হলে এবং নালিসী মামলায় প্রসেস জারীর পর সমস্ত আসামী কোর্টে হাজির হলে অথবা অনুপস্থিত আসামীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির নির্ধারিত পদ্ধতি (ঘোষণা, ক্রোকি–পরওয়ানা জারী ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি) অনুসরণ শেষে ফৌজদারী আমল আদালত মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে বিচারের যোগ্য আদালত; যেমন, দায়রা

জজ/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট/প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ /বদলি করেন।

৭.০ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী মামলার বিচার

৭.১ পূর্বে দুই বছরের অধিক কারাদন্ডের যোগ্য অপরাধের মামলা ওয়ারেন্ট পদ্ধতিতে এবং তার নিচের অপরাধের মামলা সমন পদ্ধতিতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারযোগ্য মামলা শুধু একটি পদ্ধতিতে, ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১ ধারা থেকে ২৪৯ ধারার নির্দেশসহ আনুষঙ্গিক ধারা অনুসরণ করত বিচার কার্য সমাপ্ত করা হয়।

৭.২ বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট বিচারের জন্য প্রাপ্ত নথিটি কাঠগড়ায় আসামিদের উপস্থিতিতে পুলিশ রিপোর্ট কিংবা ফরিয়াদির দরখাস্ত এবং তার সংগে দলিলাদি প্রেরিত হয়ে থাকলে সেগুলি দেখবেন, প্রয়োজনে তিনি উভয় পক্ষকে শুনতেও পারেন এবং সব দেখে, পড়ে ও শুনে প্রাথমিক অভিযোগ ভিত্তিহীন মনে হলে এবং বিচারের প্রহসন করে অনর্থক সময় ও শক্তি ক্ষেপণ করা উচিৎ নয় মনে হলে ঐ সমস্ত কারণ লিপিবদ্ধ করে আসামিকে অব্যাহতি দিবেন।

৭.৩ সবকিছু দেখে, শুনে ও পড়ে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের যথেষ্ট উপাদান থাকলে আসামির বিরুদ্ধে চার্জ (অভিযোগ) গঠন করবেন এবং চার্জ বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট লিখবেন এবং আসামিকে পড়ে শুনাবেন। আসামি যদি দোষ স্বীকার করে তবে বিচারক ঐ স্বীকৃতি লিখবেন এবং আসামি দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপযুক্ত কারণ না দর্শাতে পারলে (বিচারক) ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে শাস্তি দিতে পারেন।

৭.৪ আসামি যদি দোষ স্বীকার না করে তবে ম্যাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট দিনে প্রথমে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ এবং আসমি পক্ষ থেকে সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ দিবেন এবং ফৌজদারী-কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামিদেরকে পরীক্ষা এবং পরে আসামি পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করবেন (সাফাইসাক্ষ) এবং বাদী পক্ষ থেকে জেরা করার সুযোগ দিবেন। সর্বশেষ উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণান্তে ঐ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আসামিকে দণ্ড বা খালাস দিবেন। দণ্ড বা খালাস দেয়ার আগে যে কোন মুহূতে বাদীপক্ষ আসামির বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার আবেদন করতে পারেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সে আবেদন মঞ্জুর করতে পারেন।

৭.৫ (ক) ফৌঃ কাঃ বিধির ৩৭১ ধারা অনুসারে রায়ের কপি আসামির বোধগম্য ভাষাতে অনুবাদ করে সমন কেস ব্যতীত বিনা মূল্যে দিতে হবে। ৬ মাসের অনধিক কারাদণ্ডের মামলা সমন কেস ২০ অধ্যায়ের (মূল ফৌঃ কাঃ বিঃ) বিষয়। (খ) ৩৭২ (ফৌঃ কাঃ বিধির) ধারা অনুসারে রায়ের মূলকপি কেস নথির সাথে রাখতে হবে। আসামি চাইলে একটি অনুবাদ আসামির মাতৃভাষায় দিতে হবে। তাই মূল কপিটি কেস

নথিতে রাখতে হবে। (গ) ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৭৩ অনুসারে দায়রা আদালত নিজস্ব আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে বিচারকৃত রায়ের নকল পাঠাবেন।

৮.০ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্ট। এর দুটি বিভাগ আছে–হাইকোট ডিভিশন ও আপীলেট ডিভিশন। রীট পিটিশনের মাধ্যমে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হাইকোর্টে রীট পিটিশন করতে পারে, ফৌজদারী ব্যাপারে আইন ও শাসনতন্ত্রের প্রশ্ন জড়িত থাকলে। কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে হাইকোর্ট আপীলের আদালত। বর্তমানে রেফারেন্সের ব্যবস্থা নেই। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে মামলার রায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলে মামলা রিভিউ হয়ে থাকে। এটা যে আদালত আগের রায় দিয়েছেন, সে আদালতেই হয়ে থাকে। হাইকোর্টে রিভিশন চলে দরখাস্ত করে বা হাইকোর্ট মামলা নিজে তলব করলে। রিভিশনে ঘটনাও বিশ্লেষণ চলে, শুধু আইনের ব্যাখ্যা নয়।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

ম্যাজিষ্ট্রেটের ধরন	জেল	জরিমানা	অনাদায়
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট	৫ বৎসর	১০,০০০/–	জেলের ১/৪ ভাগ
দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট	৩ বৎসর	৩,০০০/–	জেলের ১/৪ ভাগ
তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট	২ বৎসর	২,০০০/–	জেলের ১/৪ ভাগ

৯.০ আমলযোগ্য অপরাধ

পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করতে পারে সেই CIPSODERA সম্পর্কে বলছি। (১) আমলযোগ্য অপরাধ (যা মুল বইটির দ্বিতীয় সিডিউলে আছে) (২) ঘর ভেংগে অনধিকার প্রবেশ (৩) হুলিয়ার আসামী (৪) চোরাই মালসহ ব্যক্তি (৫) পুলিশকে বাধা প্রদান (৬) সেনাবাহিনী থেকে পলায়ন (৭) অপরাধী বলে সন্দেহ হয় (বাংলাদেশের বাইরে) (৮) সাজাপ্রাপ্ত আসামি পুনরায় জামিনে এসে অপরাধ করলে বা হুমকি দিলে (৮) অন্য থানা থেকে তাকে ধরার আদেশ বা অনুরোধ আসলে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যায়। CIPSODORR–কে অনেকে CIPSODERA হিসেবেও ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের বাইরের প্রমাণিত অপরাধের জন্য তাকে সেখানে হস্তান্তরের বিধান উল্লেখ করেছেন।

১০.০ ডিটেনশন

১০.১ রায় তিন প্রকারঃ (১) ক্ষুদ্র বা মিনি রায়, বা কোর্টে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় (২) যেমন তেমন রায় (৩) শানে রায় (নিয়মিত রায়)। রায়ের ভিত্তিতেই ডিক্রী হয়। ডিক্রীর ভিত্তিতেই স্থায়ী ইনজাংশন হয়, শান্তি ভংগের বা সম্পত্তি অন্যের দ্বারা

অপসারণের ভয়ে দেওয়ানী মামলার ব্যাপারে। ফৌজদারীতে ক্ষতিপূরণ কাম্য নয়। রায়ে শাস্তিই কাম্য। দু'পক্ষের উপস্থিতিতে রায়ের পর ডিক্রী দিলে আর আপীল চলে না। দেওয়ানী মামলায় ১২ বৎসরে তামাদির প্রশ্ন থাকলেও ফৌজদারি মামলার এখন কোন সময় সীমা নাই, যদিও আগে ২০ বৎসর ছিল। তবে বিলম্বে অবস্থা, ঘটনা, সাক্ষী, ইত্যাদির অনেক পরিবর্তন ঘটে। অনেকে সংশোধিত হয়ে যায়। অনেকে অনেক কিছু ভুলে যায়। তখন সংশোধিত ভাল লোককেও শাস্তি দিতে হয়। এটা অযৌক্তিক।

গ্রেপ্তারের স্থান থেকে যাতায়াতের সময় বাদে পুলিশ ২৪ ঘন্টার ভিতর আসামিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করবে। তথ্য বের করার জন্য পুলিশ ১৫ দিন পর পর সময় বাড়াবে আসামিকে রিমান্ডে নেবার জন্য। এটা দোষ করার পর punitive শাস্তির বেলায়। দোষ করতে পারে সন্দেহে আসামী দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিনা বিচারে preventive Detention -এ থাকতে পারে স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট (১৯৭৫) এ অন্যের জান-মাল ও ইজ্জতের জন্য বিপজ্জনক হলে। ভারতে এজন্য সময়সীমা থাকলেও বাংলাদেশে কোন সময়সীমা নাই। তবে সুপ্রীম উপদেষ্টা বোর্ড (দু'জন সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র জজ ও একজন যুগ্ম-সচিব এর নিচে নন এমন নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত) অভিমত ব্যক্ত করলে ছেড়ে দেয়া যেতেও পারে, যদি আসামির মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বোর্ড আটকে রাখার পক্ষে অভিমত দিলেও সরকার ছেড়ে দিতে পারেন অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে। কয়েদিদের অধিকাংশই এই preventive detention এর কয়েদি।

১১.০ রায় ও জেরা ঃ

১০.১ বিভিন্ন আদেশের উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা (ধারা ৮৭), সম্পত্তি ক্রোক ধারা (৮৮), আসামির প্রতি সমন ধারা (৬৮), মুচলেকা ও জামিন নামা (ধারা-৮৬) ইত্যাদি। রায় নিম্নোক্ত ভাবে হয়ে থাকে যেমন নিয়মিত বিচারের পর খালাস, বা দণ্ডাদেশ অপরাধ স্বীকারের পরে দণ্ডাদেশ (ধারা-২৪৩)। আদেশ একটি রায়ের অংশ-বিশেষ, তবে সব আদেশই রায় নয়।

১১.২ রায় প্রকাশ্য আদালতে দিতে হবে, উভয় পক্ষের বা আইনজীবীদের (পক্ষদ্বয়ের) উপস্থিতিতে দিতে হবে, রায় লিখিত হতে হবে, রায়ের ঘোষণা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক হতে হবে। কোন পক্ষের অনুপস্থিতির জন্য রায় ত্রুটিপূর্ণ হবেনা, রায় স্বাক্ষর ও তারিখসহ ঘোষণার পূর্বে পরিবর্তন করা যায় কিন্তু পরে ব্যাকরণগত ভুলভ্রান্তি ও টাইপের ভুলভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু পরিবর্তন করা যায় না। হাইকোর্ট রায় আপীলের ভিত্তিতে পরিবর্তন ও পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। রায়ে স্বাক্ষর তারিখ দান ও ঘোষণা একই সময়ে হতে হবে।

১১.৩ আদালতে যে পক্ষসমূহ আছেন, তারা হচ্ছেন: ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিয়াদির উকিল, অপরাধির উকিল, বেঞ্চ কারণিক (উকিল, মুহুরী, মধ্যস্থ ব্যক্তি ইত্যাদি)। ঘোষণার পূর্বে

রায় গোপণ রাখতে হবে। রায়ের ধারা–৩৬৬, ধারা ৩৬৭ অনুসারে রায়ের ভাষা হবে কোর্টের ভাষা–বাংলা বা ইংরেজি। রায় ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে লিখবেন বা ডিকটেশন দিবেন, সই করবেন বা স্বাক্ষর দিবেন, রায় টাইপকৃত হলে প্রতি পৃষ্টায় সই করবেন, সীল না দিলেও চলবে। রায়ে দন্ড বা খালাসের আইনের স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। রায়ের জন্য ৩৬৬ ফৌঃ কাঃ বিঃ হতে ৩৭৩ ফৌঃ কাঃ বিঃ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে (মূলবই দ্রঃ)। রায়ে থাকবে (১) বিচার্য্য বিষয় (২) বিচার্য্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত (৩) সিদ্ধান্তের কারণ সমূহ। অনুচ্ছেদ–ওয়ারী বর্ণনা করতে হবে ক্রমিক নং সহ (১) অভিযোগকারীর বিষয় (২) আসামি/বিবাদির বিষয় (৩) বিচার্য বিষয় (৪) লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যের উপর আলোচনা, যুক্তি ও কারণ নির্ণয় (৫) কারণসহ সিদ্ধান্ত (৬) অভিযোগ উল্লেখপূর্বক অপরাধ সম্পর্কে প্রাপ্ত বিষয়/ধারণা (৭) দন্ড বা খালাসের আদেশ।

১১.৪ রায়ের ভাষা হবে গম্ভীর, এটা অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘ করার দরকার নাই। রায়ে কঠোর বা উদার হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে হবে। মৃত্যুদণ্ড দিলে বলতে হবে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলতে থাকবে। এটা ফৌঃ কাঃ বিধির ধারা ৩৬৮(১), রায়ের ধারা ৩৬৬, ৩৬৯ বিকল্প রায় (কারণিক ভুলছাড়া ঘোষণার পর রায় সংশোধনীয় নয় আপীল ছাড়া) ম্যাজিষ্ট্রেটের যেকোন ভুল আদেশের বিরুদ্ধে Revision দায়ের করতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ কর্তপক্ষ। ধারা ৩৭০ আসামীর রায়ের অনুলিপি বিনা ফিতে দিবে ২০ অধ্যায় ব্যতীত (৩৭১), যে ভাষায় চায় সেই ভাষায় বিনা খরচে অনুলিপি দিতে হবে (৩৭২)। আদালতের ভাষায় না চাইলে আসামীর মাতৃভাষায় দিতে হবে।

১২.০ স্বাক্ষ্য আইন

১২.১ রায়ের মান নির্ভর করে লেখার ক্ষমতা, প্রকাশ ভঙ্গী ও সাক্ষ্য প্রমাণের উপর। এবার সাক্ষ্য আইনের আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এই আইনের বিশেষ বিশেষ ধারার কথা আগে উল্লেখ করে নিচ্ছি।

১২.২ সাক্ষ্য আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ ঃ

সাক্ষ্য আইনের ৫ ধারায় বিচার্য ঘটনা, ঘটনার সঙ্গে প্রাসংগিক ঘটনা, প্রাসংগিক ঘটনার সাথে প্রাসংগিক ঘটনা পুংখানুপুঙ্খ রূপে উদ্ধার করতে হবে। এসবের মধ্যেই অপরাধ সংঘটনের আসল তথ্য বা প্রমাণ নিহিত থাকে। ৭ ধারায় আছে বিচার্য ঘটনার পূর্বাপর বা পরবর্তী কারণ ও পরিস্থিতি, ৮ ধারায় আছে উভয় পক্ষের আচরণ, ১৫৭ ধারায় আছে ঘটনার সমর্থনীয় তথ্যের বিশ্লেষণ ও বিবেচনা বা points of corroboration একজন Accomplice বা দুষ্কর্মের দোসর হিসেবে কোন কিছু দোষ স্বীকার করলেই তার উপর ভিত্তি করে রায় দিতে নেই–ঐ স্বীকারোক্তির পিছনে প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে হবে। ১৫৬ ধারায় ইঙ্গিতবাহী প্রশ্নের উত্তর বিবেচনা করতে হবে। ১৪৬ ধারায় সাক্ষীর চরিত্র, সত্য বাদিতা, যোগ্যতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করতে

হবে। proper, improper বিষয়টি বিবেচনায় থাকতে হবে Accomplice এর বেলায় বা চরিত্র হননকারী প্রশ্নের বেলায়। ধারা ৪৫ এ বিশেষজ্ঞদের মতামত সঠিক কিনা তা–ও যাচাই করতে হবে। প্রধান Examination in Chief এবং জেরাকালীন cross Examination সাক্ষ্যের সঠিক বিশ্লেষণ করতে হবে।

১২.৩ সাক্ষ্য আইনের উপরের ৫টি ধারা বাদে বাকী সব কয়টি সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য আমরা নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করতে পারি, ১নং ভাগ ৬ হতে ৫৫ পর্যন্ত, ২নং ভাগ ৫৬ হতে ১০০ পর্যন্ত + ১১৮ (–১৬৬), ৩নং ভাগ ১০৯ হতে ১১৭, ৬ হতে ৫৫ ভাগের ভিতর আলাদা করে নিতে পারি ৬ হতে ১৬ পর্যন্ত ধারা কয়টি। এর ভিতরই আছে বিচার্য ঘটনার সাথে প্রাসংগিক ঘটনা ও প্রাসংগিক ঘটনার সঙ্গে প্রাসংগিক ঘটনা। ৬ হতে ৫৫ পর্যন্ত ধারা কয়টির বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের ভিতরই আছে ফৌজদারি বিচারের গোপণতথ্যসমূহ। এই ৬ হতে ৫৫ পর্যন্ত ধারাকে আবার ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়। ৬ হতে ১৬, ১৭ হতে ২৩ + ৩১; ২৪ হতে ৩০, ৩২ ও ৩৩; ৩৪ হতে ৩৯; ৪০ হতে ৪৪; ৪৫ হতে ৫১; ৫২ হতে ৫৫ ধারা।

১৩.০ মাধ্যমিক স্বাক্ষ্য

১৩.১ ব্যতিক্রম থাকলে মাধ্যমিক সাক্ষ্য দিতে হবে এবং মাধ্যমিক সাক্ষ্য দ্বারা দলিল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া যায়। ধারা (৬৫) বহু দলিলের অংশ, অংশ নকল করে আনা যায়, সর্ব–সাধারণের বিষয়ে দলিল, স্থান চ্যুত করা যায় না, কবরের নামফলক ইত্যাদি (৬৬) দলিল দাখিলের নোটিশ প্রয়োজন নাই কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ পক্ষ দলিল দাখিল করা হতে অব্যাহতি পায় যখন (৬৬) (১) দলিলটি একটি নোটিশ হয় (২) বিরুদ্ধ পক্ষ জানে যে দাখিল করতে হবে। (৩) বিরুদ্ধ পক্ষ জোরে হস্তগত করেছে (৪) মূল দলিল আদালতে পেশ করা আছে (৫) বিরোধীপক্ষ বা তার প্রতিনিধি স্বীকার করেছে যে দলিলটি হারিয়ে গেছে, ধারা (৬৭) প্রাইভেট দলিলের প্রমাণ ও হস্তাক্ষরের প্রমাণ। ধারা (৬৮) সম্পাদনকারী স্বীকার করলে প্রত্যয়নকারীর প্রয়োজন নাই (৬৯) সত্যায়ন কারী না পাওয়ায় গলে সম্পাদনকারীর হাতে লেখা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন। ধারা (৭০) সত্যায়িত দলিলের পক্ষ যদি সেটি সম্পাদন স্বীকার করে বা মেনে নেয় তা হলেই যথেষ্ট। (৭১) সত্যায়নকারী সাক্ষী অস্বীকার করলে মোকাবেলা সাক্ষী দরকার (৭৩) সিল বা স্বাক্ষরের সাথে অন্য সীল বা স্বাক্ষরের তুলনা (৭৪) সরকারী দলিল (ক) সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের (খ) ট্রাইবুনালের (গ) বাংলাদেশের কমনওয়েলথের আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের কার্যের লিপিবদ্ধ বিবরণ (ঘ) বাংলাদেশের সর্বসাধারণের জন্য রক্ষিত বেসরকারী দলিলের লিপিবদ্ধকরণ (৭৫) অন্যান্য যাবতীয় দলিল বেসরকারী দলিল (৭৬) সরকারী দলিলের জাবেদা নকল মাধ্যমিক দলিল। (৭৭) জাবেদা নকল যে দলিলের নকল বা যে দলিলের অংশ বিশেষের নকল বলে কথিত বিষয় বস্তুর প্রমাণ স্বরূপ তা উপস্থাপন করা যায়। (৭৮) আদেশ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অন্যান্য সরকারী দলিল প্রমাণ করা যায় (৬). যার দখলে দলিলটি আছে সে আদালতের এখতিয়ারের বাইরে থাকে।

ধারা ৭৯ হতে ৯০ পর্যন্ত সম্পর্কে অনুমান। ৩০ বৎসরের অতীতের দলিলকে পুরানো দলিল বলা যায়, বলে তা ভুল প্রমাণ করতে না পারলে আদালত সত্য বলে ধরে নেয়। 'May' সত্য প্রমাণ করতে হলে তথ্য পরিবেশন করতে হয়। Conclusive কে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সন্দেহ করার অবকাশ সাক্ষ্য আইনে নাই, কিন্তু conclusive ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে পারে।

১৩.২ একই বিষয়ে দলিল থাকলেও মুখের সাক্ষ্যতে ঐ দলিল সম্পর্কে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়া চলবে, কিন্তু (৯১) নিজে দলিলের পক্ষ থাকলে তার মৌখিক সাক্ষ্যতে দলিল হেরফের হবেনা (৯২) (১) দলিল পন্ড, ভন্ড, জাল, মিথ্যা প্রমাণ করা যাবে (৯২) (২) মৌখিক চুক্তি থাকলে এবং দলিলে তা লেখা না থাকলে বলা যাবে "এই শর্তে বিনা মামলায় জমি ছেড়ে দিব ইত্যাদি" (৩) দলিল রেজিষ্ট্রী না করা হয়ে থাকলে দলিল দাতা জীবিত থাকলে তা হেরফের বা রদবদল করতে পারবে (৪) রেজিষ্টি হয়ে গেলে আর মৌখিক সাক্ষ্য চলবে না এমনকি উইলের ক্ষেত্রেও নয়, উইলে রেজিষ্টেশন লাগে না, অনেকে করে সখে (৫) প্রথা সম্পর্কে বলা যাবে মেয়েরা নীচু জমি পায়, বাড়ীর জমি পায় না। (৬) স্থানীয় শব্দের ব্যাখ্যা চলবে পোয়া, পাখি, কেয়ার ইত্যাদি (৯৩) অচল দলিলকে সচল ও (৯৪) সচল দলিলকে অচল করা যাবে না (৯০) বিশেষ অর্থের ব্যাখ্যা চলবে "নারায়ণগঞ্জকে ঢাকা বল্লে" কারণ দলিল দাতার ঐ একই সময়ে নারায়ণগঞ্জে জমি আছে, ঢাকায় নাই (৯৬) কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে একজনকে বুঝানো হয়েছে, যেমন কোন একজনের কথা জিজ্ঞেস করা লজ্জাকর হলে কেউ বল্লো "আপনারা কেমন আছেন," উদ্দেশ্য ঐ 'একজনই' যার কথা মনে মনে পোষণ করা হচ্ছে (৯৭) দুটির ভিতর যেকোন এক ধরনের বিষয়ে একটিকে বুঝাতে আপনারা বল্লে। (৯৮) অস্পষ্ট শব্দ সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ করা যায়। (৯৯) দলিলের পক্ষ নয় এমন লোক কোন কৃত চুক্তির কথা মনে করায়ে দিয়ে দলিলের বিষয়বস্তু বদলায়ে দিতে পারে- যেমন ছেলেদের নামে উইল করা সম্পত্তিতে তৃতীয় পক্ষের কেউ মনে করায়ে দিল যে কোন একজন গরীব মেয়েকে সম্পত্তি দানের কথা। উত্তরে দাতা বলেছিল ঐ ব্যাপারে আমার মনেরটি আমার মনে আছে। মনেরটি বাইরে লিখায়ে কৃত দলিলের বিষয়বস্তু বদলায়ে দিতে পারে অন্য একজন তৃতীয় পক্ষ যেমন, ভাই-বউ। (১০০) উইল মুখেও হতে পারে, রেজিষ্টেশন লাগে না। তাই ১৯২৫ সালের উত্তরাধিকার আইনের কোন অংশ উইল সম্পর্কে চলবে না।

১৩.৩ প্রমাণের দায়িত্ব কার, ওটা ১০১ হতে ১১৪ ধারায় আছে। যার রায় না হলে ঠকার সম্ভাবনা আছে, প্রমাণের দায়িত্ব তার। স্বাক্ষী সাবুদ, দলিল ইত্যাদি সেই জোগাড় করবে। ১১৫ হতে ১১৭ Estoppel বা স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সত্য দাবিতে। (১১৬) স্বীকৃতি বা তেমনি Tenent জমিদারের বাড়ীর মালিক বল্লেও একই অবস্থা হবে। (১১৭) চেকের বেয়ারারের বেলায়ও তাই

হবে। তখন দাবীদারকেই তা প্রমাণ করতে হবে যে ওসবের মালিক তারা। (১১৮) সাক্ষ্য সবাই দিতে পারে যে বুঝে সেই, যেমন বোবা, শিশু সবাই। পাগলও দিতে পারে যদি সাক্ষী দেয়ার সময় সে পাগল না থাকে। ৫ টাকার নোটকে যে ৫ টাকার নোটই বলে, সে পাগল হতে পারে না। পুলিশ দেখলে, পার্টি দেখলে যে ভয় পেয়ে ঠিক হয়, সেও পাগল নয়। (১২০) স্বামী–স্ত্রী আলাদা সত্ত্বা। ফৌজদারী দেওয়ানী উভয় ক্ষেত্রে একে অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারে। কিন্তু পিতাপুত্রে ও ভৃত্য-মনিবে পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে না। ১২১ হতে ১৩১ কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বলিত যোগাযোগ আছে সাক্ষীর সময় তা ফাঁস করার আইন নাই, যেমন (১) জজ ও ম্যাজিষ্টেট মামলাকালে যা জানলো (২) স্বামী স্ত্রী এতদসংক্রান্ত স্বার্থের প্রয়োজনের সময় যা জানলো (৩) সরকারী চাকরি করতে যেয়ে যা জানলো (৪) রাষ্ট্র সম্পর্কিত গোপন তথ্য (যার জন্য গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে মৃত্যুদন্ডও হতে পারে (৫) দোভাষীও বলতে পারবেনা (৬) কাজকর্ম করতে গিয়েও বলতে পারবে না, উকিল ও মক্কেলের ব্যাপার ফাঁস করতে পারবে না, কিন্তু বে-আইনী কাজ করতে যেতে উদ্যত হলে বলতে পারবে। (১৩২)।

১৩.৪ হলফ করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে দন্ডবিধিতে শাস্তি হবে, কিন্তু সত্য বল্লে protection পাবে বন্দী হওয়া হতে বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি হতে, যদিও সাক্ষী আসামীর সাথে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে যায় (১৩৩)। Accompliece বা দুষ্কর্মের দোসর তার বিবৃতি Corroborative evidence এ প্রমাণিত না হলে শুধু দোষ স্বীকারই অন্যান্যদের এবং তার শাস্তির কারণ হবে না (১১৪বি) ধারা মতে। (১৩৪) সাক্ষীর সংখ্যা ১ বা একাধিক হতে পারে। (১৩৫) আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতায় ফরিয়াদীর সাক্ষীকে আগে শুনা হয় CRPC বা CPC তে অন্য রকম বিধান উথাপিত না হলে (১৩৬) বিচার্য ঘটনা আগে শুনবে, না প্রাসংগিক ঘটনা আগে শুনবে এটাও আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা। ডাক্তার পরে পাওয়া না গেলে post mortem রিপোর্টই আগে, তারপর দেখা যাবে সত্যি মরেছে কিনা। মরাটাই বিচার্য বিষয়। post mortem প্রাসংগিক ।(১৩৭) Examination in Chief এর পর হয় Cross Examination; আদালতের অনুমতি নিয়ে Re-Examination হয়। সাক্ষী উল্টাপাল্টা বল্লে তাকে যে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে বল্লে। (১৩৮) Further Re-examination হয় যদি সাক্ষী আবার নিজ দলে চলে যায়, তখন বিরোধীপক্ষ এটা পারে। বৈরী সাক্ষী আদালত কর্তৃক ঘোষণা লাগে। যে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে বল্লেই সে হয়ে যায় বৈরী সাক্ষী। (১৩৯) দলিল হাজির করতে বল্লেই সাক্ষী হয় না, দলিলের বিষয়বস্তু না জানলে, তাকে জেরা করা যায় না (১৪০) চরিত্র সম্পর্কিত সাক্ষী যে দেয় তাকে জেরা করা ও তার পুনঃজবানবন্দী নেওয়া যাবে। (১৪১) Leading question এর উত্তর প্রশ্নেই থাকে (১৪২) একান্ত অবিতর্কিত ও প্রাথমিক

পরিচিতিমূলক না হলে Calling party তার সাক্ষীকে এটা করতে পারে না। বিরোধী পক্ষ জেরাতে এটা করতে পারে ধারা (১৪৩)। (১৪৪) দলিল থাকলে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক (সত্যায়িত নকল, জাবেদা নকল ইত্যাদি) দলিল হাজির করতে হবে। তার আগে মৌখিক সাক্ষ্য চল্‌বে না (১৪৫) Dying Declaration, বেচে অস্বীকার করলে তার স্মৃতি তাকে জাগায়ে দিতে হবে। (১৪৬) চরিত্র হননকারী প্রশ্ন করা যাবে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করার জন্য (১৪৭) সাক্ষীকে ১৩২ ধারার protection সহ যে কোন প্রশ্ন করা যাবে। (১৪৮) দেওয়ানী মামলায় চরিত্র অপ্রাসংগিক তবে, চরিত্র হননকারী প্রশ্নে দেওয়ানী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যদি তা হয় মেয়ে বিয়ে পাগল বলার জন্য ভালো জায়গায় বা উপযুক্ত জায়গায় বিয়ে না হলে। (১৪৯) ভিত্তিহিন প্রশ্ন ঠিক নয়। ১৫০ ধারা, যেমন যে মরা হাজার হাজার লোক দেখেছে সে সত্যি মরেছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা। (১৫১) অশালীন প্রশ্ন করতে আদালত নিষেধ করবেন (১৫২) অকারণ বিব্রতকর প্রশ্ন করতে আদালত নিষেধ করবেন (১৫৩) চরিত্র হননকারী প্রশ্নের উত্তর দিলে জেরা চলবে না। মিথ্যা বল্লে penal code এ শাস্তি হবে। (১৫৪) বৈরী সাক্ষী আদালত কর্তৃক ঘোষিত হতে হবে। বিরুদ্ধে গেলেই বৈরী হয়না, ঘুষ খেলে হয়। (১৫৫) সাক্ষী যে এনেছে তার কথাবার্তা শুনে সেই পক্ষ ঘুষের অভিযোগ আনতে পারে। (১৫৬) ডাকাতির পর অন্যান্য বাড়ীর দুর্ঘটনা প্রাসংগিক ঘটনা, যেমন ডাব খাওয়া ইত্যাদি। (১৫৭) পূর্ববর্তী সাক্ষ্য মনে করিয়ে দেয়া যায়, পরে অন্য রকম বল্লে। (১৫৮) Dying declaration- এর বহনকারীকে আটকা পড়া সাক্ষীদের এবং তার নিজের ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায়। (১৫৯–১৬১) Refreshing the Memory Expert বইটি ও নথিটি দেখে নিতে পারেন। (১৬২) আদালত কোন পক্ষকে দলিল হাজির করতে বল্লে অন্য পক্ষ নিষেধ করলে ১৬৬ ধারা মতে ১ বৎসর এর জেল ও জরিমানা হবে। (১৬৩) সাক্ষী দলিল হাজির করলে তার উপর সাক্ষ্য দিতে বাধ্য থাকবে ঐ পক্ষ যে পক্ষ তা হাজির করতে বলেছে। (১৬৪) ঐ দলিল কোন পক্ষের নোটিশ পাবার পরও হাজির না করলে পরে তা ব্যবহার করা যাবে না তাতে স্বার্থ নিহিত থাকলেও। (১৬৫) সাক্ষীকে আদালত যে কোন প্রশ্ন করতে পারে বা দলিল উপস্থাপন করতে বলতে। পারে বিরোধীপক্ষ তার উপর আদালতের অনুমতি ব্যতীত জেরা করতে পারবেনা।

(১৬৬) অকার্যকর (১৬৭) উচ্চতর আদালত নিম্নতর আদালতের সামান্য ভুলভ্রান্তিতে প্রশ্ন করবে না যদি না তাতে মামলার রায়ের আমুল পরিবর্তন হয়। হাট বাজারের মত স্থানে বসেও রায় দিতে হয়, তাতে ভুলভ্রান্তি হতেও পারে।

১৩.৫ নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বেগতিক অবস্থায় সমস্ত আইনকানুন বাস্তবায়িত করতে গেলে মানুষের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা আরো বিঘ্নিত হতে পারে। তাই

বলে বহু বছরের আইন, কুরান শরীফ বদলে ফেলা যায় না। বই লিখে আইন প্রণয়ন করা যায় না ইচ্ছামত; আইনে সংসদের অনুমোদন ও আইন মন্ত্রণালয়ের S.R.O নম্বর লাগে।

১৪.০ উপসংহার

১৪.১ সাক্ষ্য না থাকলে কোন বিচারকার্যই সম্ভবপর নয়। কী দেওয়ানী, কী ফৌজদারী, সব বিচারেই সাক্ষী লাগে। দেওয়ানী বা ফৌজদারীতে দলিলপত্র, মৌখিক সাক্ষ্য, ইট, কাঠ, ভাংগা গ্লাস, পিয়ালা ও চোকিও সাক্ষ্য সময়তে পানির ফোটা বা ফেনাও সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করে; যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে; জীবিত মানুষ সাক্ষ্য না থাকলে বা না দিলে। তাই মিথ্যা সাক্ষ্য, শুনা সাক্ষ্য অপরিক্ষীত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া ঠিক নয়।

১৪.২ লাশ পোষ্টমর্টেমে নেয়ার সময় গ্রামের বা এলাকার গণ্যমান্য দুইজন লোকের সামনে নিতে হয় এবং একই অবস্থায় ঐ দুইজন লোককে দেখায়েই দাফন করতে হয় যাতে মাঝপথে অতিরিক্ত কোন চিহ্ন লাশের গায়ে অন্য কোন চক্র, অন্য কোন উদ্দেশ্যে যেন বিভ্রান্ত করার জন্য মোটেই বসাতে না পারে। দাফন করা লাশটি কি একই লাশ না অন্য কোন লাশ তাও ভাল ভাবে দেখে নিতে হবে ঐ দুইজন লোককেই। এই দুইজন লোক সরকার পক্ষের সাক্ষী বা কোর্ট উইটনেস। লোকটিকে কে মেরেছে, কিভাবে মেরেছে, মারার পর কেস বিভ্রান্ত করার জন্য পুলিশ বা গ্রামের লোকজন বা গণ্যমান্য সাক্ষী দুইজন আসার আগে মরার পর কোন চিহ্ন বসানো হয়েছে কিনা তার সাক্ষী নয়।

১৪.৩ কোর্টে যারা যায় তারা সবাই আসামী নয়। নিরপেক্ষ বিচারের জন্য ভাল মানুষকেও সাক্ষী হয়ে কোর্টে যেতে সরকার বাধ্য করতে পারে। সাক্ষী সমন পেয়ে স্বেচ্ছায় না গেলে ওয়ারেন্ট দিয়ে নেওয়া হয়; তবে এ ধরনের ওয়ারেন্টে হাতকড়া লাগাবার নিয়ম নাই। সাক্ষ্য এ্যালাউন্স (সাক্ষীকে পাগল প্রতিপন্ন করা হয় নাই এই মত) সার্টিফিকেট কোর্ট হতে এনেই অফিস হতে সাক্ষীর এলাউন্স অথবা ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ করতে হয়; যদি কোর্ট হতে সাক্ষীর এলাউন্স না নেওয়া হয়। পুলিশ বিভাগের কাউকে ওয়ারেন্ট দিয়ে সাক্ষী দিতে সরকার ডাকলে সেই অফিসার আসামী হিসাবে গণ্য হয়ে ভ্রমণ ভাতা, সাক্ষীর এলাউন্স কিছুই পান না বরং চাকুরী হতে সাসপেন্ড হন। পুলিশ অফিসারকে কেসের তারিখের খোঁজ খবর রাখতে হয়, অন্যত্র বদলি হয়ে গেলেও। তবে সমন এবং কেসের তারিখ না জানতে পারাটা একটি বিতর্কিত বিষয় এবং আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতার উপরেই পুলিশ অফিসারের ভাগ্য নির্ভর করে। এখানে যে কোন পুলিশ, যেমন সার্জেন্ট, কনষ্টেবলকেও পুলিশ অফিসার হিসেবে গণ্য করা হলো এবং সচরাচর যারা পুলিশ নয়, তারা এমনি গণ্য করে থাকে, এটাই রেওয়াজ।

গ্রন্থপঞ্জি

১। রহমান, গাজী শামছুর, *সাক্ষ্য আইনের ভাষ্য*, পল্লব পাবলিশার্স ৩১ মীরপুর রোড, ঢাকা, মে, ১৯৮৯ইং

২। Khan, Prof. A. A. *The Evidence Act. 1872* (First edition August 1977 As modified up to date) Khoshroz Kitab Mahal Banglabbazar, Dhaka.

৩। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে ভূমিকা।

৪। শাহবাগ একাডেমিতে উচ্চতর আইন ও প্রশাসন কোর্সে লেখকের অভিজ্ঞতা (ডঃ রফিকুর রহমানের বক্তৃতা)

৫। লেখকের মানিকগঞ্জ ও জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ফিল্ড ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতা।

৬। সেক্স পিয়রের রোমিও জুলিয়েট হতে জানা যায়, মৃত ব্যক্তিকেও নির্দিষ্ট ঔষধ সেবন করায়ে নির্দিষ্ট সময় পর কবর থেকে উঠিয়ে জীবিত করা যায়।

৭। মহাশ্বেতা দেবী, '*রুদালী*', কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৩।

(বইটিতে আছে শুধু কেঁদেই ঘটনা প্রমাণ করানো যায় না; কাঁদার জন্য এক শ্রেণীর সম্প্রদায়ও আছে যারা টাকার বিনিময়ে কাঁদে। তেমনি কাঁদা হতেই আবেগ প্রবণ হয়ে কোন ঘটনা বিশ্বাস করা ঠিক নয়। তা ছাড়া কেঁদে না ভুলায়ে কঠিন হয়ে ঘটনার প্রমাণ উপস্থাপন করে মামলা জেতার চেষ্টা করা উচিত।)